তারিখ ... 30 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাশেদা কে চৌধূরী
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

রাশেদা কে চৌধূরী

স্বাধীন হওয়ার পর গত ৪১ বছরে বাংলাদেশ সরকার যে কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় অনেক শিশুকে আনতে পেরেছে সরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসব শিশুর সবাই শেষ পর্যন্ত স্কুলে থাকছে না। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। *প্রথম আলোর* সঙ্গে এক আলাপচারিতায় সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী এ কথা বলেন।

রাশেদা বলেন, সরকারের দাবি যে তারা প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে পেরেছে। তবে বেসরকারি পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে, শতভাগের কাছাকাছি ভর্তি হয় ঠিকই কিন্তু শতভাগের হিসাবটা হচ্ছে প্রতিবন্ধী শিশুদের বাদ দিয়ে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ এখন পর্যন্ত সীমিত। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকলেও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাসহ সব বিষয় দেখছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। একটা করুণার জায়গা থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়টি দেখছে, এটা ঠিক নয়।

সাবেক উপদেষ্টা বলেন, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়াদের বেশির ভাগ হচ্ছে অতিদরিদ্র পরিবারের শিশু, প্রতিবন্ধী, দলিত সম্প্রদায় ও যৌনকর্মীদের শিশু এবং প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু। এসব শিশু স্কুলে ভর্তি হলেও তাদের বেশির ভাগই আর শেষ পর্যন্ত থাকছে না। হাওর অঞ্চলে বিদ্যালয়ে যাওয়াই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যৌনপল্লির শিশুরা স্কুলে নাম লেখালেও শেষ পর্যন্ত আসে না। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুরা ভর্তি হলেও দুর্গম যোগাযোগব্যবস্থা ও ভাষাগত সমস্যার কারণে তারা শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকছে না। তিনি বলেন, আদিবাসীদের ভাষায় লেখা পাঠ্যপুস্তক থাকলেও বিদ্যালয়গুলোতে তা পড়ানোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।

বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধে সরকারের জরুরি ভিত্তিতে অনেকগুলো কাজ করা উচিত বলে রাশেদা কে চৌধূরী মনে করেন। তিনি বলেন, প্রথমত প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। খাদ্যনিরাপত্তা নেই এমন এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। এসব এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে টানতে তাদের জন্য বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। গরম ভাত-তরকারি বা খিচুড়ি—এই জাতীয় খাবার দিতে হবে। হাওর অঞ্চলের শিশুদের স্কুলে যাওয়ার জন্য ওয়াটার বাস চালু করা যেতে পারে। এ ওয়াটার বাস বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ছাত্রছাত্রীদের তুলে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাই এ উদ্যোগ নিতে পারেন।

রাশেদা বলেন, শিক্ষার বিষয়টি শুধু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের হাতে না রেখে জেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। স্থানীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। প্রত্যন্ত জেলাগুলোতে কীভাবে স্কুলগুলো চলছে, শিক্ষকেরা কীভাবে পাঠদান করছেন, শিশুরা কেন স্কুলে আসছে না; সে ব্যাপারে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য সবার আগে প্রয়োজন জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানো। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক গলদ আছে। এ জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

● সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রোকেয়া রহমান

সহযোগিতায় unicef